।। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিধুর্জয়তি ।।

প্রাতঃ স্মরণীয় পরমারাধ্য
পরমপূজ্য শ্রীগুরুদেব
শ্রী ১০৮ শ্রীল দামোদর দাস
বাবাজী মহারাজের
গুণলেশ সূচক
কীর্ত্তন

শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপামূর্ত্তি নীমকুঠীনিবাসিনম্ ।
দাস দামোদরং বন্দে শ্রীগুরু করুণার্ণবম্ ।।

সম্পাদকঃ-

পণ্ডিত রঘুনাথ দাস শাস্ত্রী (ভাগবত নিবাস)

প্রকাশকঃ-

শ্রীনরহরি দাস বাবাজী মহারাজ

॥ জয় গৌরহরি ॥

পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীল দামোদর দাস বাবাজী মহারাজের গুণলেশ সূচক কীর্ত্তন

শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপামূর্ত্তিং নীমকুঠীনিবাসিনম্ ।
দাস দামোদরং বন্দে শ্রীগুরুং করুণার্ণবম্ ॥

জয়রে জয়রে জয়, শ্রীগুরু করুণাময়,
বাবা দামোদর মহাশয় ।
প্রেমধর্ম প্রচারিতে, অবতীর্ণ অবনীতে,
পতিতের বন্ধু দয়াময় ॥
অযাচিত দীন জনে, উদ্ধারিলে কৃপাগুণে,
ভবসিন্ধু তরণে কর্ণধার ।
অপার করুণা সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
কি দিব তুলনা তোমার ॥
ফরিদপুর জিলা নামে, বাবরচর নাম গ্রামে,
বৈষ্ণব প্রধান পল্লী হয় ।
ভক্তদীন বন্ধু পিতা, শ্যামাদেবী নামে মাতা,
তাঁর গর্ভে হইল উদয় ॥
পিতা-মাতা দুইজনে, আনন্দ বাড়িল মনে,
দেবেন্দ্র রাখিল হর্ষে নাম ।
প্রতিবেশী জনে জনে, সবার আনন্দ মনে,
পিতা-মাতা পূর্ণ মনস্কাম ॥
বাড়ে শিশু দিনে দিনে, মন দিল অধ্যায়নে,
গৃহকার্য্যে রুচি নাহি হয় ।
বয়স আঠার জানি, সংসার বিপত্তি মানি,
গৃহত্যাগ কৈলা মহাশয় ॥
বহুতীর্থ ঘুরি ফিরি, আসি নীলাচল পুরী,
জগন্নাথ কৈলা দরশন ।

পদ ব্রজে ঘুরি ফিরি, এবে আসি ব্রজপুরী,
শ্রীগোবিন্দ কৈলা দরশন ।।
শ্রীবদরী দরশনে, বাসনা হইল মনে,
পুনঃ মথুরায় আগমন ।
এবে আসি বৃন্দাবনে, আনন্দ বাঢ়িল মনে,
মহারাজ বৈষ্ণব চরণ ।।
পাইয়া তাঁর দর্শন, আনন্দিত হৈল মন,
নীমকুঠী আইলা সেই সঙ্গে ।
হৈয়া তিনি কৃপাবান, দীক্ষা বেশ কৈলা দান,
আনন্দেতে ভাস সাধুসঙ্গে ।।
শ্রীগুরু অন্তরে জানি, পরম উল্লাস মানী,
নাম দিল দামোদর দাস ।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব সঙ্গে, ভাসিলা আনন্দ রঙ্গে,
এতদিনে পূর্ণ অভিলাষ ।।
গুরুদেব সঙ্গে করি, ঘর দেখান মাধুকরী,
তাহাতেই উদর পূরণ ।
সাধুসঙ্গে সদাবাস, পুরে সর্ব অভিলাষ,
ভজনাঙ্গ হয়তো মার্জন ।।
সিদ্ধরাম কৃষ্ণদাস, বিষয়ে মহা উদাস,
ভজনই জীবনের সার ।
তাঁর সঙ্গ কর নিতি, শিখান ভজন রীতি,
সেই সঙ্গে আনন্দ তোমার ।।
শ্রীদীন শরণ দাস, শ্রীকুঞ্জ বিহারী দাস,
শ্রীজয় নিতাই সঙ্গে বাস ।
বিরক্ত সুদামা দাস, বাবা শ্রীল শ্যাম দাস,
এক সঙ্গে করিলা নিবাস ।।
এসব সঙ্গের কথা, শুনিলে জুড়য়ে ব্যথা
অবিদ্যাদি করে পলায়ন ।

মার্জন হয় ভজন, সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ,
এই বাণী করিলা পালন ।।

নির্জলা শ্রীএকাদশী অপতিত ব্রত ।
আজীবন পালনেতে আছিলা নিরত ।।
তোমার ভজন রীতি অতি বিলক্ষণ ।
এক মুখে নাহি হয় তাহার বর্ণন ।।
নির্জনে করিতে চাও একান্ত ভজন ।
শ্রীগুরু আদেশে তুমি করিলা গমন ।।
পদব্রজে চলি চলি বেলোয়ার জঙ্গলে ।
চতুর্দ্দিকে বৃক্ষময় সুনির্জন স্থলে ।।
চল্লিশ দিনের ব্রতে হইলা মগন ।
নিয়মিত ত্রিশদিন করি অনশন ।।
দেহেতে সম্বিত নাই হৈলা অচেতন ।
নিজে শ্রীরাধিকা আসি মুখে বারি দেন ।।
কিছুক্ষণ পরে তুমি পাইলা চেতন ।
কৃপাময়ীর কৃপা ইহা হইল স্মরণ ।।
স্বামিনীর কৃপা স্মরি করিলা রোদন ।
বারেক দর্শন দিয়া রাখহ জীবন ।।
তদন্তে আইলা টেরী কদম্ব কানন ।
রূপের ভজন স্থলী অতীব নির্জন ।।
স্থান দেখি মন তব নিরমল হৈল ।
ভজন করিব এথা নিশ্চয় করিলা ।।
তোমার জীবনে এই অপতিত ব্রত ।
তথারয় শ্যামদাস মহারাজ নাম ।
পরম বৈষ্ণব তিনি সর্ব গুণধাম ।।
অতীব আনন্দে কর তাঁহার সেবন ।
তাঁর কাছে কর নিত্য পাঠাদি শ্রবণ ।।
আসন ছাড়িয়া দিবা নাকর গমন ।
রাত্রিকালে কর তুমি বারেক ভোজন ।।

জয় নিতাই বাবা সঙ্গে এথা দেখা হয় ।
উভয়েই এক আত্মা একই আশয় ।।
ইষ্টগোষ্ঠী একসঙ্গে ভজনালাপন ।
নৈষ্ঠিক ভজনাগ্রহ একই ভোজন ।।
একদা টেরি কদম্বে নিয়ম সেবা মাস ।
মাঠাপানে ব্রত করি তব অভিলাষ ।।
এইরূপে মাস ব্রত কৈলা উদযাপন ।
ব্রত অন্তে তথা এক অপূর্ব দর্শন ।।
কুঠীর বাহিরে এক তমাল বৃক্ষ রয় ।
দেখিলা যে বৃক্ষ নয় যেন স্বর্ণময় ।।
তাহা দেখি ভাবে তুমি হইলা বিহ্বল ।
ফুকারি কৈলা রোদন হইয়া বিকল ।।
রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখ গোপাল তব কোলে ।
আরনা দেখিলা তুমি স্বপন ভাঙ্গিলে ।।
বহুদিন হয়েছিল কুক্ষীভার ভাব ।
এইরূপ পেয়েছিলে বহু অনুভব ।।
তবে পদব্রজে ব্রজে কৈলা দরশন ।
কভু নন্দীশ্বর গিরি কভু বৃন্দাবন ।।
বৃষভানুপুর কভু গিরি গোবর্দ্ধন ।
যাবট সঙ্কেত আর কভু কাম্যবন ।।
চলিয়া দ্বাদশ বন করিলা দর্শন ।
ব্রতদিনে বৃন্দাবনে শ্রীগুরু দর্শন ।।
তোমার জীবনে এই অপতিত ব্রত ।
মন প্রাণ দিয়া তুমি করিলা যাপিত ।।
এইরূপে বহু তীর্থ করিয়া ভ্রমণ ।
চারিধাম পদব্রজে করিলা দর্শন ।।
একদা যমুনা তীরে সুমধুর স্বরে ।
বেহালা বাজাও অতি আবেশের ভরে ।।

হেনই সময়ে এক সর্প বিষধর।
ফনা তুলি দাড়াইল অতি ভয়ঙ্কর ॥
আবেশ ভাঙ্গিলে আর সর্প দেখ নাই।
আসাচিহ্ন আছে কিন্তু যাওয়া চিহ্ন নাই ॥
এরূপ তোমার কীর্ত্তি বহুত বিস্তার।
মুঁই দীন ভক্তিহীন কিবা বুঝি তার ॥
আর একদিন কথা অতি চমৎকার।
অল্পাক্ষরে কহি মাত্র না করি বিস্তার ॥
সিন্ধি ধর্মশালা হৈতে কোন একজন।
অকস্মাৎ কুঠীরেতে কৈলা আগমন ॥
আসি বলে পাঁচশত টাকা লও বাবা।
অর্থ দিয়া ভাল মতে কর সাধুসেবা ॥
তাহাদিয়া যথারিতি সাধুসেবা কৈলা।
উৎসবান্তে রাত্রে তুমি শয়ন করিলা ॥
শয়নেতে রাত্রে এক দুর্ঘট স্বপন।
দেখ দেহ হৈতে প্রাণ কৈল নিষ্ক্রমন ॥
প্রাণ বিনা দেহ রয় কোথাও নাশুনি।
সকলি সম্ভবে তুমি ভক্তি ধনে ধনী ॥
বিষয়ির অন্ন হয় যত বিষময়।
বিষভক্ষ্যে মৃত্যু কিন্তু তত দোষনয় ॥
তোমাতেই দেখি ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ।
নাহি তুল্য তুল্য নাহি তোমার সমান ॥
এরপর শ্যামকুঠী কৈলা তুমি বাস।
বহুদিন বাতি শূন্য কুঠীরে নিবাস ॥
তথা হৈতে আসি কর গুরুর সেবন।
মন বুঝি সেবা কর যখন যেমন ॥
শ্রীগুরুর অসুস্থ্যের ভাবাদি বুঝিয়া।
নীমকুঠী কৈলাশয় স্বাশ্রম জানিয়া ॥

নীমের প্রাচুর্য হেতু নীমকুঠী নাম।
তাহাতে কৈলা সাধন সাধ্য হরিনাম ।।
শ্রীগুরুর অন্তর্ধানে হইলা আকুল।
কোথা যাও কিবা কর হইলা ব্যাকুল ।।
তবে কিছুদিন পরে স্থির করি মন।
স্বতঃ আবেশিত ভাবে করহ ভজন ।।
একশত দশ বর্ষ বয়স কারণ।
না চলে দর্শন শক্তি অচল চরণ ।।
কুঠীরেই থাক সদা খেদ অনুক্ষণ।
শ্রীগুরু গোবিন্দ স্মরি করহ রোদন ।।
সেবকে পুছিলা বাবা মোদের কি গতি।
কোন ভয় নাই হরি নামে রাখ রতি ।।
কলিকালে মহামন্ত্র সর্বযজ্ঞ সার না
হরিনাম বিনা কিছু নাহি নাহি আর ।।
নিরূপিত কাল তিথি আগত দেখিয়া।
শিষ্যগণ প্রতিকহ আবেশিত হৈয়া ।।
কৃষ্ণনাম কর সবে সময় তো নাই।
করুণা করহ প্রভু নিতাই নিতাই ।।
বলিতে বলিতে তুমি অন্তর্মনা হৈলা।
শুভলগ্নে শুভতিথি আসিয়া মিলিলা ।।
চৌদ্দ শত সাত সালে মাঘ মাস প্রাতে।
কৃষ্ণপক্ষ সপ্তমীর তিথির যোগেতে ।।
যুগল চরণ পদ্ম করিতে স্মরণ।
যুগল সেবায় কুঞ্জে করিলা গমন ।।
রোদন করহ যত মিলি ভাই ভাই।
ওহে প্রভু আমাদের আর কেহ নাই ।।
বারেক দেখাও মোদের ওচাঁদ বদন।
কৃপাতে সান্তনা কর দিয়া দরশন ।।

বহুদিন করিয়াছি তোমারে অবজ্ঞা।
আর না করিব প্রভু করিগো প্রতিজ্ঞা ।।
অভি মানে দূরে থাকা উচিৎ না হয়।
সদয় হইয়া তুমি হওগো উদয় ।।
সম্প্রদায়ে ছিলা তুমি উজ্জ্বল রতন।
স্মরিয়া তোমার গুণ ঝোরে দুনয়ন ।।
অন্ধকারে জ্বলেছিল যে প্রদীপ কটি।
একে একে নিভে গেল না রহিল গুটি ।।
যাঁরা ছিলা আমাদের ভাস্বর ভাস্কর।
একে একে অস্তমিত সব দিবাকর ।।
এবে ম্রিয়মাণ রূপে আছে যাহা আর।
অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাবাতে করনা আঁধার ।।
তোমার যে গুণরাজি হয়ত অপার।
মুঁই অতি দুরাচার কি বর্ণিব আর ।।
কৃপা করি লহ প্রভু আপনার করি।
পদ ধর দাস হরি ভক্ত শিরোপরি ।।

নিতাই গৌর হরিবোল, নিতাই গৌর হরিবোল,
জয় জয় শ্রীরাধে জয় জয় শ্রীরাধে ।। ।

॥ সমাপ্তম্ ॥